থ্যাংকস গিভিং ডে

প্রতি বছর নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার থ্যাংকস গিভিং ডে হিসেবে পালন করা হয়। এদিন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা একত্র হয়ে ভোজন সারেন।

স্কুল ফিরতি রাসমেলায়

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : ভাগ্যিস স্কুলটা খুলেছিল। নাহলে স্কুল শেষে বাদাম খেতে খেতে রাসমেলার আড্ডাটা এবারও মিস হয়ে যেত রক্তিম, স্বর্ণালিদের। এমজেএন স্টেডিয়াম থেকে শুরু করে মেলার মাঠ অথবা মদনমোহনবাড়ি, স্কুল-কলেজ ছুটির পর গোটা চত্বরেই অবাধ আনাগোনা ছাত্রছাত্রীদের। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিকেলের আড্ডাটা বেশ ভালোই হচ্ছে রাসমেলায়। পপকর্ন, গরম জিলিপি কিংবা বাদাম সহযোগে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে আবার কলেজ পড়ুয়াদের প্রেমপর্বও চলছে বেশ জমিয়েই।

১৮ নভেম্বর থেকে কোচবিহারে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা। ১৫ দিনব্যাপী রাজ আমলের এই মেলাটি চলবে। তার আগেই রাজ্যের সমস্ত স্কুল-কলেজ খুলে গিয়েছে। এদিকে রাসমেলা চত্বরের আশপাশেই জেনকিন্স স্কুল, নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুল, সুনীতি অ্যাকাডেমি, এবিএন শীল কলেজ, ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয় রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা স্কুল, কলেজ ছুটির পর মেলায় ভিড় করে। তাদের অধিকাংশই মেলার মাঠে ভিড় করলেও অনেককে আবার মদনমোহনবাড়িতে দেখা যাচ্ছে। কেউ আবার রাসমেলা মঞ্চের সামনে রাখা চেয়ারে বসেই আড্ডা দিচ্ছে। পড়ুয়ারা জানাচ্ছে, পরিবারের সঙ্গে মেলায় ঘুরলেও বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় ঘোরার একটা আলাদা আনন্দ রয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে গত বছর সেই আনন্দ কেউই উপভোগ করতে পারেননি। এবার মেলা হওয়ার পাশাপাশি স্কুল, কলেজও খুলে গিয়েছে। তাই বন্ধুদের সঙ্গে বিকেলে মেলা উপভোগ করার দৃশ্য এবার চোখে পড়ছে।

জেনকিন্সের পড়ুয়া রক্তিম সাহা বলেছে, 'বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় ঘোরার মজাই আলাদা। প্রতি বছরই স্কুল ছুটির পর মেলায় ঘুরি। কিন্তু গত বছর তা হয়নি। এবার রাসমেলার আগেই স্কুল খুলে গিয়েছে। তাই মেলায় ঘুরতে পারছি।' সুনীতি অ্যাকাডেমির ছাত্রী স্বর্ণালি দাস বলে, 'বান্ধবীদের সঙ্গে মেলায় এসে বাদাম খেলাম, ঘুরলাম। দিনে ভিড় কম হয়। তাই ঘুরতেও সুবিধা।'

আবার এমনও অনেকে রয়েছে যাদের কাছে মেলা ঘোরাটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং মেলায় গিয়ে প্রিয় মানুষটির সঙ্গে সময় কাটানোর জন্যই স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে দীর্ঘক্ষণ আড্ডা চলে। সেই তালিকায় অবশ্য কলেজ পড়ুয়াদের সংখ্যাই বেশি। গ্যালারি থেকে মেলার অনেকটা অংশ দেখা যায়। তবে মাঠ থেকে গ্যালারিতে কারা রয়েছে তা চিনে ফেলা মুশকিল। তাই প্রেমিক যুগলদের পছন্দের ঠিকানা স্টেডিয়ামের সেই গ্যালারি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এবিএন শীল কলেজের দুই পড়ুয়া জানালেন, তাঁদের একজনের বাড়ি তুফানগঞ্জ ও আরেকজনের বাড়ি কোচবিহারেই। দীর্ঘদিন কলেজ বন্ধ থাকায় খুব একটা দেখা হত না ওই প্রেমিক যুগলের। এবার রাসমেলার সুযোগে একদিকে পড়াশোনা ও আরেকদিকে মেলা ঘোরাও হচ্ছে। এ যেন 'রথ দেখা, কলা বেচা।'

ছুটির পর

- রাসমেলার আশপাশেই নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুল, সুনীতি অ্যাকাডেমি
- আর রয়েছে এবিএন শীল কলেজ ও ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়
- ছাত্রছাত্রীরা ছুটির পর রাসমেলায় ভিড় জমাচ্ছে
- অনেককে দেখা যাচ্ছে মদনমোহনবাড়িতে
- কেউ আবার মঞ্চের সামনে রাখা চেয়ারে বসেই আড্ডা দিচ্ছে

বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় ছাত্রী ও ছাত্ররা। বুধবার। ছবি : জয়দেব দাস

বহিরাগত শিল্পী বিতর্ক

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে বহিরাগত শিল্পীদের দিয়ে রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠান ঘিরে বিতর্কে জড়াল পুরসভা। দু'বছরের ব্যবধানে রাসমেলা এবার হলেও করোনার প্রকোপ একেবারে কমে যায়নি। সেকথা মাথায় রেখে প্রশাসন মেলার অনুমতি দিলেও মেলা চলাকালীন প্রতিদিন রাত ১১টায় মেলা শেষের পর মাঠ স্যানিটাইজ করতে বলেছে। একই সঙ্গে করোনার নানা প্রচার কর্মসূচি চালাতে হয়েছে। পাশাপাশি সদর মহকুমা শাসক রাকিবুর রহমান নির্দেশ দিয়েছেন যে রাসমেলা মাঠের সাংস্কৃতিক মঞ্চের অনুষ্ঠান পুরোপুরি স্থানীয় শিল্পীদের দিয়ে করাতে হবে। বাইরের কোনও শিল্পী এনে এই অনুষ্ঠান করা যাবে না। তারপরেও পুরসভা সাংস্কৃতিক মঞ্চে আগামী ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠানসূচিতে বেশ কয়েকজন বাইরের শিল্পীর নাম রেখেছে। আর এতেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

কোচবিহারের বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী সুচন্দা ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রশাসনের নির্দেশ মেনে বাইরের শিল্পীদের না আনাই উচিত। কোচবিহারে অনেক ভালো ভালো শিল্পী রয়েছেন। ফলে তাঁদের দিয়ে ১৫ দিন ধরে রাসমেলার অনুষ্ঠান করাতে কোনও সমস্যা হবে না।'

> রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে বাইরের শিল্পীদের দিয়ে অনুষ্ঠান না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।
>
> **–রাকিবুর রহমান**
> *মহকুমা শাসক*

সদর মহকুমা শাসক রাকিবুর রহমান বলেন, 'রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে বাইরের শিল্পীদের দিয়ে অনুষ্ঠান না করানোরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।' তৃণমূল নেতা অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'আমরা এটা শুনতে পেয়েছিলাম। এরপর পুরসভাকে বলেছিলাম বাইরের শিল্পীদের দিয়ে অনুষ্ঠান না করানোর জন্য। ওরা কথা শোনেনি।' এনিয়ে পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন মিনা তরকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুরসভার আধিকারিকদের একটা অংশ প্রশ্ন তুলেছেন, এটা যদি এত দোষের হয়, তাহলে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড পরিচালিত মদনমোহন মন্দিরে রাস উৎসবে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান সহ বাইরের এত শিল্পী এসে কীভাবে অনুষ্ঠান করছেন?

রাসমেলার টুকিটাকি

রাসচক্র তৈরি

রাসচক্রে কাগজের সুন্দর নকশা তৈরি করেন আলতাফ মিয়াঁ। তবে রাসচক্রের কাঠামো তৈরি করেন দেবত্র ট্রাস্টের কর্মী অরুণ রায়। তিনি টাপুরহাটের বাসিন্দা। প্রায় ১২ বছর ধরে রাসচক্রের কাঠামো তৈরি করছেন অরুণ। রাসচক্রের কাঠামো তৈরির জন্য সাম্মানিক হিসেবে অরুণবাবু পাবেন প্রায় ১৭ হাজার ৫০০ টাকা। রাসচক্র বানানোর জিনিসপত্র সরবরাহ করে দেবত্র ট্রাস্ট।

মদনমোহনের ঘুম

শীতকালে মদনমোহন ঠাকুরের ঘুম ভাঙে সকাল ৯টায়। এই সময় ছোট মদনমোহন ও বড় মদনমোহন ঘুমোতে যান রাত ৮টায়। রাস উৎসবের সময় মদনমোহনের রুটিন কিছুটা পালটে যায়। তিনি ঘুম থেকে সকাল ৯টায় উঠলেও ঘুমোতে যান রাত ৯টায়। মন্দিরের গেট সকাল থেকে খোলা থাকবে রাত ১০টা পর্যন্ত।

মন্দিরের অনুষ্ঠান

মদনমোহন মন্দিরের অনুষ্ঠান মঞ্চে বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে ভাগবত পাঠ করবেন কালাচাঁদ পাল। নৃত্যানুষ্ঠান, ভক্তিমূলক সংগীত ও ভাওয়াইয়া গান পরিবেশিত হবে। সন্ধ্যা ৭টায় পরিবেশিত হবে পুতুলনাচ।

এবার নাগরদোলা

মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে রয়েছে নাগরদোলা। তবে এই নাগরদোলা যন্ত্রচালিত নয়। দিনহাটার বাসিন্দা অংশুমান দাসের তৈরি নাগরদোলার মডেল স্থান পেয়েছে মন্দিরের প্রদর্শনীতে। সেটিকে আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

শরীরে ট্যাটু

এবছর বেশ কয়েকটি উলকির দোকান মেলায় হাজির হয়েছে। ১০০-৩০০ টাকা খরচ করলেই মনের মতো ট্যাটু ডিজাইন হয়ে যাচ্ছে মানুষের শরীরে। অনেক যুবক-যুবতীই ট্যাটু বানাতে দোকানগুলিতে ভিড় করছেন।

ছেলে কোলে। –অপর্ণা গুহরায়

বাবলস বয়

কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : প্রতিবারের মতো এবারও মেলায় হাজির হয়েছে বাবলস বয়রা। মেলা শুরুর দিন থেকেই তাদের দেখা মেলায় খুশি ছোটরা। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য রাসে প্রতিবারের মতো এবারেও হাজির হয়েছে তারা। দুপুর থেকেই মেলার রাস্তায় ওদের দেখা মেলে। সেইসঙ্গে শ্যাম্পু দিয়ে গোলা রঙিন জল। এসব দিয়েই হাওয়ায় বাবলস ওড়ায় তারা। অন্য বছরের মতো এবারও ১০-৩০ টাকা পর্যন্ত দামের বাবলস তৈরির সামগ্রী মেলায় বিক্রি হতে দেখা গিয়েছে।

মায়ের সঙ্গে মেলায় ঘুরতে এসেছিল তিতলি দাস। মেলায় এসেই বাবলস ওড়ানোর শখ হয় তিতলির। কিছুক্ষণ আবদার চলার পর তিতলির মা বাধ্য হয়ে বাবলস তৈরির সামগ্রী কিনে দেন। রিমোটচালিত গাড়ি, টেডি বিয়ারের জমানাতেও ছোটদের কাছে এই খেলার জিনিসের চাহিদা যে এখনও রয়েছে তা তিতলির বায়নায় স্পষ্ট। তিতলির মা রূপা দাসের কথায়, 'মেয়ের জেদ। ওটা কিনবেই। কী আর করব? অগত্যা কিনে দিতেই হল।'

এই ছেলেদের কেউ কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় স্থায়ীভাবে থাকলেও বিভিন্ন মেলায় ঘুরে ঘুরে বাবলস তৈরির সরঞ্জাম বিক্রি করেই ওদের দিন কাটে। বয়স বড়জোর ১৫-১৮। ৮-১০ জনের একটি দল এবার মেলায় এসেছে। মেলার মাঠে ট্যাটুর দোকানেই তাদের রাত কাটে। সেখানেই নিজেরা শ্যাম্পু জলের সঙ্গে গুলে, তাতে রং মিশিয়ে একপ্রকার তরল তৈরি করে থাকে। সেটা বিভিন্ন ধরনের বোতলে ভরে ফেলা হয়। এরপর দুপুর হতেই খেয়েদেয়ে মেলার বিভিন্ন রাস্তার উদ্দেশে তারা বেরিয়ে পড়ে।

বাবলস বিক্রেতা হাসান মোল্লার কথায়, কোচবিহারের রাসে কয়েকবছর ধরে আসা হয়। গতবার করোনার কারণে আসা হয়নি। এবার মেলা এখনও সেভাবে না জমলেও দিনে প্রায় ৭০০ টাকার ব্যবসা হয়। অপর বাবলস বিক্রেতা আজিম লস্করের কথায়, 'মেলায় মেলায় ঘুরে বাবলস বিক্রি করি। সঙ্গে আরও কয়েকজন এসেছে। আমরা মেহেন্দি এবং ট্যাটুর ব্যবসাও করে থাকি। অন্যবারের থেকে এবার বিক্রি কিছুটা কম।'

কৃষ্ণার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য

কৃষ্ণা দত্তের স্বামীর হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা।

মাথাভাঙ্গা, ২৪ নভেম্বর : করোনা সংক্রামিত হয়ে মৃত মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের নার্স কৃষ্ণা দত্তের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করা হল। বুধবার একটি নামী ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা মৃত ওই নার্সের পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেন। ওষুধ কোম্পানিটির তরফে অনেক আগেই জানানো হয়েছিল, করোনা অতিমারিতে যেসকল প্রথম সারির যোদ্ধা অর্থাৎ ডাক্তার, নার্স, ল্যাব টেকনিসিয়ান ও পুলিশ প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের জন্য ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেই ঘোষণামতো এদিন নার্সের স্বামীর হাতে ৩ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। ওষুধ কোম্পানির উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মহকুমা হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ বিশ্বজিৎ সাহা। মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল সুপার ডাঃ দেবদীপ ঘোষ জানান, কৃষ্ণা দত্ত হাসপাতালের একজন দায়িত্বশীল ও দক্ষ নার্স ছিলেন।

বাইকের ধাক্কায় জখম প্রবীণ

মাথাভাঙ্গা, ২৪ নভেম্বর : বাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক প্রবীণ লটারি টিকিট বিক্রেতা। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গার এলংমারি এলাকায়। প্রবীণ ওই লটারি টিকিট বিক্রেতার নাম শ্রীকান্ত দাস। তিনি মাথাভাঙ্গা শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই লটারি টিকিট বিক্রেতা বুধবার সকালে হেঁটে মাথাভাঙ্গা শহর থেকে গোলকগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন। সেসময় একটি বাইক পিছন দিক থেকে এসে সজোরে ধাক্কা মারলে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়েন। এরপর বাইকের চালক এলাকাবাসীর সাহায্যে জখম ওই প্রবীণকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। দুর্ঘটনায় মাথা ফেটে এবং পা ভেঙে গিয়েছে ওই লটারি টিকিট বিক্রেতার। এছাড়া তাঁর কোমরে এবং বুকে গুরুতর আঘাত লেগেছে।

হাসপাতালের সপ্তম বর্ষ

কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : কোচবিহার মিশন হাসপাতালের সপ্তম বর্ষপূর্তি বিশেষভাবে পালন করল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বুধবার হাসপাতালের ডিরেক্টর, চিকিৎসকরা কেক কেটে দিনটি উদযাপন করেন। মিশন হাসপাতালের ম্যানেজার গৌরব দত্ত বলেন, 'আজকের পর থেকে হাসপাতালে গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি ও নেফ্রোলজিস্ট-এর পর্যাপ্ত চিকিৎসক থাকবে। এছাড়া ডায়ালিসিসও করা হবে।'

বিয়ের মরশুমে শহরে ফুলের দাম ঊর্ধ্বমুখী

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : মাঝে কয়েকমাস বিয়ের তারিখ ছিল না। তার ওপর করোনা পরিস্থিতির জন্য এর আগে অনেকেই বিয়ে পিছিয়ে দিয়েছিলেন। অগ্রহায়ণ শুরু হতেই পঞ্জিকায় মিলেছে বিয়ের লগ্ন। তাই অনেক পরিবারেই বেজে উঠেছে সানাই। তবে বিয়ে মানে তো আর একদিনের অনুষ্ঠান নয়। পরপর কয়েকদিন ধরে চলা অনুষ্ঠান ও তার সাজসজ্জার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ফুল। মালাবদল থেকে শুরু করে কনের সাজগোজ, ছাদনাতলা থেকে শুরু করে গাড়ি, ভবনের গেট থেকে শুরু করে পাত্রপাত্রীর বাড়ি সাজানো, সবকিছুতেই প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের ফুল। অনেকে আবার খোপায় ফুল গুঁজতে ভালোবাসেন। তবে বাজারে গিয়ে সেই ফুলের দাম শুনেই আঁতকে উঠছেন সাধারণ মানুষ। বিয়ের মরশুমে গাঁদা, গোলাপ, জারবেরা, অর্কিড, রজনীগন্ধা, সবকিছুরই দাম ঊর্ধ্বমুখী। ফুলের দাম বাড়ায় হাত পুড়ছে ক্রেতাদের। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির জেরে ফুল চাষে ক্ষতির প্রভাব যেমন পড়েছে বাজারে, তেমনই চাহিদা এবং জোগানের ফারাকের জন্য দাম কিছুটা বেড়েছে।

কোচবিহার শহরের ফুল ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, যে গজরার দাম ছিল ৬০ টাকা থেকে ৭০ টাকা, তা এই মরশুমে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২০-১৫০ টাকা। দাম বেড়েছে গোলাপ, জারবেরা, গাঁদা, অর্কিড, গ্ল্যাডিওলাসেরও। আগে বিয়ের গাড়ি সাজাতে ১,৫০০ টাকা লাগত। এখন সেই গাড়ি সাজাতে ২,৫০০ টাকা থেকে ৩,০০০ টাকা লাগছে। গোলাপের প্রতি পিসের দাম ১০ টাকা থেকে বেড়ে ২৫ টাকা, জারবেরা ৭ টাকা থেকে বেড়ে ২০ টাকা, অর্কিড ২০ টাকা থেকে বেড়ে ৩০-৩৫ টাকা।

বিয়ের মরশুমে ফুলের আয়োজন।

এই মাসে পরপর বিয়ের অনুষ্ঠান থাকায় যেমন মুখে হাসি ফুটেছে ফুল ব্যবসায়ীদের, তেমনই ফুল কিনতে এসে ছ্যাঁকা খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বাপ্পা রাহা নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'ফুলের দাম আগের চেয়ে অনেকটাই বেড়েছে। এতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে মধ্যবিত্তদের।'

কোচবিহার শহরে প্রায় ২০টি ফুলের দোকান রয়েছে। কোচবিহারের বেশিরভাগ ফুল বিক্রেতাই নদিয়া এবং রানাঘাট থেকে ফুল নিয়ে আসেন। বিয়ের মরশুম শুরু হওয়ায় রজনীগন্ধা, অর্কিড, জারবেরা, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা এবং অন্যান্য ফুলের চাহিদা রয়েছে। শহরের সিলভার জুবিলি রোডের ফুল বিক্রেতা বিপুল ঘোষের কথায়, 'দক্ষিণবঙ্গে বন্যার পর অনেক জায়গায় খেত নষ্ট হয়ে গিয়েছে। চাহিদার তুলনায় জোগানও কম। সেজন্য বিয়ের মরশুমে দাম বেড়ে গিয়েছে ফুলের।' আরেক ফুল ব্যবসায়ী অরূপ রায় কর্মকার বলেন, 'মেদিনীপুরে বন্যার পর অনেক গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাছাড়াও, একসঙ্গে একই দিনে অনেক বিয়ে হওয়ায় চাহিদার তুলনায় জোগান কম। সেজন্যও দাম বেড়ে গিয়েছে।' তবে দাম যতই বাড়ুক, ফুল লাগবেই বিয়েতে। অগত্যা চড়া দামেই ফুল কিনতে বাজারে হাজির হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

বইমেলা

কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : স্থানীয় কিছু বইয়ের দোকান ও বাইরের ৫৪টি বইয়ের দোকান নিয়ে বসতে চলেছে এবছরের কোচবিহার বইমেলা। আগামী ২৭ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত রাসমেলা ময়দানে বইমেলা হবে। বুধবার জেলা বইমেলা নিয়ে জেলা শাসকের দপ্তরে কোচবিহার লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির নতুন কমিটির প্রথম বৈঠক হয়। কমিটিতে জেলা শাসক পবন কাদিয়ান বইমেলার চেয়ারম্যান এবং জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শিবনাথ দে সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে।

প্রতিবাদ

তুফানগঞ্জ, ২৪ নভেম্বর : ২০০৩ সালের বিদ্যুৎ আইন ও তার সংশোধনী বিল ২০২১ বাতিল করার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি (এবেকা)। বুধবার দুপুরে তুফানগঞ্জ বিদ্যুৎ গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের সামনে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

কর্মীসভা

দিনহাটা, ২৪ নভেম্বর : দিনহাটা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারে সন্তানদলের কর্মীসভা হল বুধবার। কর্মীসভায় বালক ব্রহ্মচারীর ১০২তম জন্মদিবস পালন ও সাংগঠনিক স্তরে আলোচনা হয়। সন্তানদলের সঞ্জীব দাস জানান, কর্মীসভায় ৩৩ জনের একটি কমিটি গঠন হয়েছে। সভা শেষে সংহতি ময়দান থেকে দিনহাটা পাঁচ মাথা মোড় পর্যন্ত মিছিল করা হয়।

সাহায্য

মেখলিগঞ্জ, ২৪ নভেম্বর : মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৫ জন মৎস্যজীবীকে সাইকেল ও বাকেট দিয়ে সাহায্য করল মেখলিগঞ্জ পুরসভা। বুধবার ব্লকের মৎস্য বিভাগের উদ্যোগে কর্মসূচিটি হয়। উপস্থিত ছিলেন মৎস্য বিভাগের ফিশারি এক্সটেনশন অফিসার ভরত দেবনাথ, মেখলিগঞ্জ পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান গোপালপ্রসাদ সাহা প্রমুখ।

মহিলাদের দাবি

কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : স্কুল ইউনিফর্ম তৈরির কাজ ফের পাওয়ার জন্য বুধবার জেলা শাসককে স্মারকলিপি দেন ১২টি ব্লকের ১২৮টি মহিলা সংঘ সমবায় সমিতিগুলোর সদস্যরা।

জলাধার তৈরির দাবি তুফানগঞ্জে

তুফানগঞ্জ, ২৪ নভেম্বর : তুফানগঞ্জ পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের জলাধার নির্মাণের দাবি উঠেছে। বর্তমানে পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের একটি জলাধার রয়েছে। কিন্তু বাকি ওয়ার্ডগুলিতে জলাধার নির্মাণের দাবি করা হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ ও পুরসভার তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

তুফানগঞ্জ পুর এলাকায় ১২টি ওয়ার্ড থাকলেও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইলেক্ট্রিক অফিস মোড়ে একটি জলাধার রয়েছে। এছাড়া তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সামনে একটি ও তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সামনে একটি জলাধার রয়েছে। কিন্তু সেগুলি অচল হয়ে পড়ে রয়েছে। শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মদনমোহন মন্দিরের সামনে একটি জলাধার থাকলেও সেটির প্রায় ভগ্নদশা। এদিকে, জলাধার না থাকায় শহরের বাসিন্দারা পানীয় জল সংগ্রহ করতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তুফানগঞ্জ শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লির বাসিন্দা অনুপ দেবনাথ বলেন, 'জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের জলাধার থাকলে যে কেউ যে কোনও সময়ে পানীয় জল নিতে পারবেন। তাই অবিলম্বে বিভিন্ন পাড়ায় ও ওয়ার্ডে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের জলাধার চালু করা হোক।' তুফানগঞ্জ শহরের আরেক বাসিন্দা নলিনী রায় বলেন, 'ইলেক্ট্রিক অফিস মোড়ের জলাধারটি থেকে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ পানীয় জল নিয়ে যান। কিন্তু প্রতিটি ওয়ার্ডে এমন জলাধার তৈরি করা হলে পানীয় জলের কোনও সমস্যা থাকবে না।' পুরসভার চেয়ারপার্সন ইন্দ্রজিৎ ধর ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের তুফানগঞ্জের সহকারী বাস্তুকার প্রসেনজিৎ রায় বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।